বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ।
(ফৌজদারি আপিলের অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি আবদুর রব

ফৌজদারি আপিল নম্বর ১২১৫২/২০১৯

নিধু মিস্ত্রী এবং অন্য
--- আপিলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র
---রেসপন্ডেন্ট ।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন সরদার, আইনজীবী
---- আপিলকারী পক্ষে।

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, ডি, এ, জি, এবং
জনাব জাহিদ আহাম্মেদ হিরো, এ, এ, জি,
----রেসপন্ডেন্ট পক্ষে।

রায় প্রদানের তারিখঃ **মাঘ ১৪, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ**
জানুয়ারি ২৮, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিচারপতি আবদুর রব

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশাল বিগত অক্টোবর ২১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক কার্তিক ০৫, ১৪২৬ বঙ্গাব্দে দায়রা মামলা নম্বর ৭০৭/২০১৭ এ আসামি নিধু মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) এর টেবিল বর্ণিত ৩(ক) ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরাধে

দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩(তিন) বছরের কারাদন্ড এবং ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরো ০২(দু') মাসের কারাদন্ড এবং আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরারধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৫(পাঁচ) বছরের কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরো ০৬(ছয়) মাসের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

আপিলটি নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, এজাহারকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক মোঃ সুলতান আহম্মদ, এয়ারপোর্ট থানা, বি, এম, পি, বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে আসামি নিধু মিস্ত্রী, পিতা-মৃত নিকুঞ্জ মিস্ত্রী, সাং পূর্বজলাবাড়ি, থানা-নেছারাবাদ, জেলা-পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর টেবিল বর্নিত ৩(খ) ধারায় এজাহার দায়েরে উল্লেখ করেন যে, এয়ারপোর্টে থানার সাধারণ ডাইরী নম্বর-৪৪৭/১৬ ও পিসিসি নম্বর-৯১৩/১৬, জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ মূলে সংগীয় ফোর্স সহ থানা এলাকায় মোবাইল-৩২ রাত্রিকালীন ডিউটি করাকালে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের সামনে অবস্হানকালে রাত ২১:৪৫ ঘটিকার সময় সংবাদ পান যে, কোতোয়ালী মডেল থানার এস, আই/সমীরন মন্ডল তার সংগীয় এ, এস, আই/ মোঃ মাহবুব হোসেন ও কনস্টেবল/৭১৪ মোঃ আবদুল মালেক সহ ইনফ্রা পলিটেকনিক্যাল কলেজের সামনে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি উক্ত সংবাদ পেয়ে ইনফ্রা পলিটেকনিক্যাল কলেজের সামনে সংগীয় ফোর্সসহ উপস্থিত হয়ে এস,আই, সমীরন মন্ডল ও তার সংগীয় অফিসার ও ফোর্স যৌথভাবে রাত্র অনুমান ২২:৩০ ঘটিকার সময় এয়ারপোর্ট থানাধীন ইছাকাঠী সাকিনস্থ ইনফ্রা পলিটেকনিক্যাল কলেজের উত্তর পার্শ্বে জনৈক মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার তৃতীয় তলা বিল্ডিং এর নীচ তলার ফ্লাটের দক্ষিন দিকের পূর্বপার্শ্বের রুমে আসামি নিধু মিস্ত্রীর ভাড়া করা বাসায় উপস্থিত হয়ে আসামি নিধু মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে এক পর্যায়ে আসামি নিধু মিস্ত্রী স্বীকার করে যে, তার হেফাজতে ভারতীয় প্রস্তুতকৃত নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল (মাদক)আছে। উপস্থিত সাক্ষী-হুমায়ুন কবির, মোঃ ফয়সাল মোল্লা, কনস্টেবল /৫৭৬ রফিকুল ইসলামদের উপস্থিতিতে আসামি নিধু মিস্ত্রী তার দক্ষিন দিকের পূর্বপার্শ্বের রুম থেকে একটি মোটা খাকি কাগজের খালি বাক্সের মধ্যে রাখা ৪৮(আট চল্লিশ) বোতল ফেন্সিডিল বের করে দেওয়া মতে উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিল এর প্রত্যেকটি বোতলের গায়ে লেবেল ও কর্কযুক্ত এবং তাতে ইংরেজী ও হিন্দীতে PHENSEDYL লেখা আছে, যার ওজন অনুমান ৪,৮০০/মিঃ লিঃ। জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রাত ২২:৪০ঘটিকার সময় বাসায় থাকা বৈদ্যুতিক লাইটের পর্যাপ্ত আলোতে উল্লেখিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন উপস্থিত সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন। সংগীয় অফিসার ও ফোর্সদের সহায়তায় আসামি নিধু মিস্ত্রীকে গ্রেফতার করেন, আসামি ও উদ্ধারকৃত আলামত নিজ হেফাজতে নেন। সাক্ষীদের

উপস্থিতিতে ধৃত আসামি স্বীকার করে যে, সে ও টুলু গত ডিসেম্বরে মোঃ হুমায়ুন কবিরের বাড়ির নীচ তলার ইউনিট ৫,০০০/- টাকায় ভাড়া নেয় এবং ফেন্সিডিলের ব্যবসা শুরু করেন। এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী ও জনৈক বেল্লাল যশোরের বেনাপোল থেকে ঈদুল ফিতরের ৭/৮ দিন আগে এক ট্রাক চালকের মাধ্যমে ১০/১৫ টি বস্তায় বালুর মধ্যে নিয়ে ৩০০(তিনশত) বোতল ফেন্সিডিল রাত অনুমান ০২:০০ ঘটিকার পরে তার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে নিয়ে আসে। সে ও বেল্লালের ভাই রুবেলর উল্লেখিত ফেন্সিডিল ভাড়া বাসার নীচ তলার একটি রুমে রাখে। রুবেল প্রতিদিন বরিশাল শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে পাইকারী খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করতে থাকে। বিক্রয়লব্দ টাকা এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী ও বেল্লালের দেওয়া বিকাশ নম্বরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ তার নিকট ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল আছে। সে আরো স্বীকার করে যে, এই কাজের জন্য তাকে এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী ও বেল্লাল মাসে ১০,০০০/- টাকা বেতন দেয়। ভারতীয় আমদানী নিষিদ্ধ ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসামি নিধু মিস্ত্রী নিজ হেফাজতে রেখে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) টেবিল বর্নিত ৩(খ) ধারায় বর্নিত অপরাধ করেছে। উদ্ধারকৃত ৪৮ বোতল ফেন্সিডিলের মধ্যে ০১ বোতল ফেন্সিডিল রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য আলাদা খামে সংরক্ষণ করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করা হয়। অতঃপর এজাহারকারী আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহনের প্রার্থনা করেন।

উক্তরূপ অভিযোগ পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এয়ারপোর্ট

থানার নিয়মিত মামলা নম্বর ২০, জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রুজু করেন এবং এস, আই, মোঃ মনিরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত করবেন মর্মে নোট দেন। অতঃপর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে এস, আই, মোঃ মনিরুল ইসলাম মামলার তদন্তভার পেয়ে মামলার ঘটাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র সহ অংকন করেন, এজাহারকারি এবং আশেপাশের সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। আসামি নিধু মিস্ত্রীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করতঃ বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করে আসামি মোঃ হুমায়ুন কবির ও ফয়সাল কবিরের স্বেচ্ছা প্রদত্ত জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপবদ্ধ করনের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে স্মারক নং-বিএমপি (অপরাধ)/২৭-১৫/১৩০৮, জুলাই ৩১, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক মামলাটির তদন্তভার গোয়েন্দা শাখার উপর ন্যাস্ত হ'লে পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ মনিরুল ইসলাম চালান মোতাবেক কেইস ডকেট ডিবি অফিসে প্রেরণ করেন। এসি, ডিবি মহোদয় বিগত আগস্ট ০৭, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মামলাটির তদন্তভার মোঃ রেজাউল ইসলামের উপর অর্পন করলে, তিনি মামলার তদন্তভার গ্রহন করে মামলার ডকেট পর্যালোচনা করতঃ মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পূর্ববর্তী আই, ও, কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র সঠিক পেয়ে পুনরায় তা' অংকন করেননি। ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রীকে রিমান্ডের আবেদন করেন এবং আদালতের নির্দেশমতে আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে মামলার ঘটনা সংক্রান্তে আরো তথ্য পেয়ে পুনরায় তার জবানবন্দি

১৬১ ধারামতে রেকর্ড করেন। কোতোয়ালি থানার মামলা নম্বর ৪৮, জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আসামি রুবেল এর অত্র মামলায় সম্পৃক্ততা প্রমান পেয়ে তাকে বর্ণিত মামলায় গ্রেফতার দেখানো সহ রিমান্ডের আবেদন করেন এবং আদালতের নির্দেশে রিমান্ডে এনে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়ে তার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ডের ব্যবস্হা করেন। তার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে এজাহার নামীয় আসামি-নিধু মিস্ত্রী এবং তদন্তে প্রাপ্ত এজাহার বহির্ভূত আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী, বেলাল গাজী, রুবেল হোসেন বেপারী ও কামাল হাওলাদার ওরফে মাইজ্জ্যা কামাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) টেবিল বর্নিত ৩(খ)/২৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধে এয়ারপোর্ট থানার অভিযোগপত্র নম্বর-১৩২, সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে দাখিল করেন।

বিজ্ঞ আমলী আদালত উক্ত অভিযোগপত্র গ্রহন করেন এবং অভিযোগপত্র আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্নিত ধারার অপরাধ আমলে নেন। মামলাটি বিচারভুক্ত ও নিস্পত্তির জন্য প্রস্তুত হলে উহা আমলী আদালত হ’তে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, বরিশালে প্রেরিত হয়। সেখানে বিগত আগস্ট ০৬, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মামলাটি দায়রা মামলা নম্বর- ৭০৭/২০১৭ হিসেবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় এবং বিগত সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের আদেশে বিজ্ঞ দায়রা জজ, বরিশাল আসামিদের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে ১৯(১) এর টেবিল বর্ণিত ৩(খ)/২৫ ধারায় বর্নিত অপরাধের অভিযোগ গঠন করেন।

অতঃপর মামলাটি বিচার ও নিস্পত্তির জন্য বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশালে বদলী করা হলে উক্ত বদলীকৃত আদালতে রাষ্ট্রপক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানের জন্য ১৩ (তের) জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক পরীক্ষা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে আসামি আপিলকারীদ্বয়কে পরীক্ষা করলে আপিলকারীদ্বয় নিজেদের পুনরায় নির্দোষ দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষ্য দিবে না মর্মে প্রকাশ করে।

অতঃপর বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশাল এজাহার, অভিযোগপত্র, অভিযোগ, সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি সহ আসামি রুবেল, আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রীর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে রাষ্ট্রপক্ষ তাদের মামলা সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন বিধায় আপিলকারীদ্বয়কে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং আসামি নিধু মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) এর টেবিল বর্ণিত ৩(ক) ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরাধে আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রিকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩(তিন) বছরের কারাদণ্ড এবং ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০২(দু’)

মাসের কারাদণ্ড এবং আপিলকারী চিন্ময় মিস্ত্রি এর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন এর ২৫ ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরারধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৫(পাঁচ) বছরের কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০৬(ছয়) মাসের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

আপিলটি শুনানিকালে আসামি আপিলকারীদ্বয় পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ জাকির হোসেন সর্দার নিবেদন করেন যে, আপিলকারীদ্বয় নির্দোষ, তাদেরকে মামলায় শত্রুতামূলকভাবে জড়িত করা হয়েছে। আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সহিত আপিলকারীদ্বয় জড়িত নয়। রাষ্ট্রপক্ষ আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে *State Vs. Fazlur Rahman @ Badal & Others Hon'ble Judges of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh এ প্রদত্ত রায় reported in 27 BLT (AD) 154, 67* প্রদান করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী অপর একটি সিদ্ধান্ত *Mozibur Vs State Hon'ble Judges of the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh এ প্রদত্ত রায় reported in 51 DLR (1999) 507.* বিজ্ঞ আইনজীবী দু'টি সিদ্ধান্তই আপিলকারী চিন্ময় মিস্ত্রির কে অত্র আপিল মামলায় খালাসের পক্ষে প্রদান করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত

দু'টিই অত্র আপিল মামলায় প্রযোজ্য নয়। পরিশেষে আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপিল মঞ্জুর করার প্রার্থনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আসামি আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এজাহার দায়ের করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্যে আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। এছাড়া একজন সহ আসামি রুবেল এবং অপর আপিলকারী নিধু মিস্ত্রি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আপিলকারী নিধু মিস্ত্রি ও আপিলকারী চিন্ময় মিস্ত্রি ঘটনার সহিত জড়িত মর্মে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশাল সঠিকভাবে আপিলকারীদ্বয়কে শাস্তি প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আপিলকারীদ্বয়ের আপিলটি না-মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেন।

আমরা আপিলকারীদ্বয় এর বিজ্ঞ আইনজীবী এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলের সারগর্ভ বক্তব্য আন্তরিকতার সহিত শ্রবণপূর্বক বিচারসুলভ মনোভাব নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করলাম।

আমরা এখন দেখব রাষ্ট্রপক্ষ তাদের মামলাটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা?

এবং

তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য কিনা ?

সর্বপ্রথম আমরা রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পুনঃনিরীক্ষণ করব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রাত্র ১০:৪০ ঘটিকার সময় ঘটনা ঘটে। তিনি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় থাকেন। একজন পুলিশ এসে তাকে নীচ তলায় ডেকে নেয়। নিচে গিয়ে ফেন্সিডিলের বোতল দেখেন। তার সামনে গুনে দেখায় ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল। কিছু ছিল কার্টুনে, কিছু ছিল কাপড়ের ব্যাগে। আসামি নিধু মিস্ত্রী সেখানে পুলিশের হাতে ধৃত ছিল। সে আজ ডকে আছে মালামালের তালিকা করে পুলিশ, তারপর জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর নেন। পুলিশের কাছেও জবানবন্দি দিয়েছিলেন। এই সাক্ষী জব্দ তালিকা এবং তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১, ১/১ হিসেবে শনাক্ত করেন। কাটুন ভর্তি এই সকল ফেন্সিডিলই সেদিন উদ্ধার হয় এবং বস্তু প্রদর্শনী-I সিরিজ হিসেবে শনাক্ত করেন।

আসামি নিধু ও চিন্ময় মিস্ত্রী পক্ষে জেরায় ১ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, তিনি দোতলা হতে নীচে এসেই কয়েক জনকে দেখেন। তাদের মধ্যে নিধুকে তিনি চিনেন, আরো ২ জন ছিল, চিনেন না। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা লোকও ছিল। তার ছেলেও তার সাথে ঘর হতে বের হয়। কার কাছ থেকে, কখন, পুলিশ কথিত আলামত উদ্ধার করে তা তিনি দেখেননি। নিধুকে কোথা থেকে পুলিশ ধরে তা জানেন না। জব্দনামা লেখা ছিল, পড়ে তাকে শোনানো হয়েছে। কি কি জব্দ করা হয়, পুলিশ ধরেছে সবই লেখাছিল তাকে তা পড়ে শোনানো হয়েছে। তারিখটা পুলিশ লিখে দেয় তখন, ওটা তার লেখা নয়। তখন ১০:৪০ ঘটিকা হতে পারে।

তিনি ঘড়ি দেখেননি, অনুমান ভিত্তিক বললেন। নিধু তার নীচতলার ভাড়াটিয়া, ০৩ মাস যাবাৎ যে ভাড়া দেয়, ভাড়া পরিশোধের কোন রসিদ নেই, মৌখিক। (আলামত দেখে বলেন) এই কাগজের খাকি রং এর কার্টুনেই মালামাল দেখেছেন। মালামালের গায়, কার্টুনে কোথাও তার ও তার ছেলের স্বাক্ষর নেই। তারা কার্টুনে স্বাক্ষর করেননি। পুলিশের কাছে, ওসি ডাকলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এই বিষয়। তার বাসার নীচ তলাটুকু ভাড়া নেয়। তারপরে নিধু ও তার সাথে এসে থাকে ও ভাড়া দেয় তাকে।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী মোঃ ফয়সাল তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমান মামলার ঘটনা বিগত জুলাই ২৪, ২০১৭ খ্রীস্টাব্দে রাত্র ১০:৩০-১০:৪৫ ঘটিকার দিকে ঘটে। তাদের বসতবাড়ির নীচতলায় ঘটনা। পুলিশের ডাকে তারা পিতা পুত্রই নিচে নামেন। দেখেন, নীচ তলার ভাড়াটিয়া নিধু মিস্ত্রী আর অপরিচিত লোককে পুলিশ আটক করেছে ফেন্সিডিল সহ, ফেন্সিডিল দেখেন ৪৮ পিস কার্টুনে, তারপর জব্দনামা হয়। তারপর তার ও তার বাবাকে স্বাক্ষর করতে বলা হয়, তারা স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী জব্দনামা এবং তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ১/২ হিসেবে শনাক্ত করেন। আজ আদালতে জব্দ করা ফেন্সিডিল কার্টুন ভর্তি করে তাদের সামনে রাখা আছে, এই সকল আলামতই সেদিন উদ্ধার করা হয়েছিল। নিধু আজ আদালতের ডকে হাজির আছে। পরে পুলিশ আব্বাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে তিনি জবানবন্দি দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে।

আসামি নিধু ও চিন্ময় মিস্ত্রী পক্ষে জেরায় ২ নম্বর সাক্ষী বলেন, তাদের ঘরটি তারা টুলুর কাছে ভাড়া দিয়েছেন, সে সেখানে থাকে। আলামত উদ্ধার করে পুলিশ তাদেরকে উপর হতে ডাকে। তাদের নিয়ে পুলিশ, আসামি টুলুর ঘরে প্রবেশ করেনি। টুলুর ঘরটিতে তখন লোকজন ছিল এবং খোলা ছিল। ঘটনার সময় তিনি আর তার পিতা ব্যতীত অন্য কোন গণ্যমান্য লোক ছিল না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেন ঘটনার পরের দিন মনে হয়। জুলাই ২৫, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ হতে পারে। টুলুর গাড়ির হেলপার এর নিকট হতে ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়, তার নাম জানেন না, বলেছিলেন। নিধুকে কোন ভাড়ার রশিদ দেননি। জব্দ তালিকায় কি লেখা ছিল তা তাকে পড়ে শোনানো হয়নি। জব্দ তালিকার স্বাক্ষরের সময় বলতে পারবেন না। আলামত কার্টুন দেখে বলে কার্টুনের গায়ে কোথাও তার বাবার স্বাক্ষর নেই। আসামি চিন্ময়কে তাদের বাসায় কখনো দেখেননি।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নম্বর সাক্ষী এস, আই, সমীরন মন্ডল তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত এপ্রিল ২৭, ২০১৬ খ্রীস্টাব্দে কোতয়ালী মডেল, থানায় কর্মরত থাকাবস্থায় তার সংগীয় ফোর্স-মাহবুব, কনস্টেবল মালেক সহ বিশেষ অভিযান ও মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে, কালুশাহ সড়কের পশ্চিমে মেয়র সাহেবের বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে রওয়ানা হলে পুলিশ দেখে এক ব্যক্তি পালানোর চেষ্টাকালে

তাকে ধৃত করেন। তার ডান হাতে থাকা বাজারের ব্যাগ হতে ০৬ পিস ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তার নাম রুবেল বলে জানায়। ফেন্সিডিলের উৎস বিষয় জানতে চাইলে ধৃত ব্যক্তি জানায় কাশিপুর ইছাকাঠী ইনফ্রা পলিটেকনিকের পিছনে নিধু মিস্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে এসে শহরে বিক্রি করেন। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত কলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ইনফ্রা পলিটেকনিকের সামনে ২২:২৫ ঘটিকায় উপস্থিত হলে এয়ারপোর্ট থানার এস, আই, সুলতান আহম্মদের সংগীয় ফোর্সের সহায়তায় হুমায়ুন কবিরের তিনতলা বিশিষ্ট নিচ তলায় উপস্থিত হলে বিল্ডিং এর মালিক হুমায়ুন কবির ও রুবেল দরজা খুলতে বললে নিধু মিস্ত্রী দরজা খোলে। নিধু মিস্ত্রীকে ফেন্সিডিলের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার দক্ষিন পূর্ব দিকের রুম থেকে একটি খাকি রঙের বাক্সের মধ্য হতে ৪৮ পিস ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়। উপস্থিত এস, আই, সুলতান আহম্মদ বিল্ডিং এর মালিক হুমায়ুন কবির ও ফয়সাল কবিরের সামনে জব্দ তালিকা ২২:৪০ ঘটিকায় তৈরি করে জব্দ করেন। নিধু মিস্ত্রী জানায় উক্ত রুম টুকু নামের একজন ভাড়া নিয়েছে। ফেন্সিডিলের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী ও বেল্লাল নামের বক্তিরা দশ হাজার টাকা বেতনে উক্ত ফেন্সিডিল বিক্রি করে। জব্দ তালিকা শেষে রুবেল ও আলামত নিয়ে থানায় এসে সুলতান আহম্মদ এজাহার দায়ের করেন।

আসামি চিন্ময়, নিধু মিস্ত্রী, কামাল এর পক্ষে জেরায় ৩ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, সুলতান আহম্মদের এজাহারে ২২:২৫ ঘটিকার কথা উল্লেখ নেই। তিনি

২২:০৫ ঘটিকার সময় উল্লেখ করে জি, আর, ৩৭৩/১৬ এ মামলা দায়ের করেন। ২১:৪০ ঘটিকায় নতুন বাজার অবস্হানাকলে গোপন সূত্রে সংবাদ পান, ২১:৫৫ ঘটিকায় মেয়র সাহেবের বাসার সামনে উপস্হিত হন, সেখানে আসামি রুবেল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। ২২:০৫ ঘটিকায় বৈদ্যুতিক আলোতে জব্দ তালিকা তৈরি করেন। বিমানবন্দর থানায় হাজির কর্তৃপক্ষ জানায় হাজির হওয়ার কথা লেখা না থাকলেও তিনি মোবাইলে জানিয়ে হাজির হন। বিমানবন্দর থানার এস, আই, সুলতান হোসেন তার জিডির কপি দেখান কিনা মনে নেই। সুলতান সাহেব এজাহারের বক্তব্যমতে ২১:৪৫ ঘটিকায় সংবাদ পান। তার বক্তব্য মতে ২২:৩০ ঘটিকার সময় আসলে লেখা হয়। এজাহারের বক্তব্যমতে ২২:৪০ ঘটিকায় ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়। তার সাথে কোতায়ালী থানার এস, আই, মাহবুব ছিল, সুলতান, রফিকুল সহ আরো অন্যরা ছিল নাম স্মরণ নেই। স্হানীয় গণ্যমান্য কেউ ছিল না। তাদের কেউ পরীক্ষা করেনি তবে বিল্ডিংয়ের মালিক সহ তার ছেলে ছিল। ঘরটি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ঐ ঘরে নিধু মিস্ত্রী ছিল, কয়টা খাট ছিল মনে নেই। ঘরের ভাড়াটিয়া টুলু নিধূ মিস্ত্রী নয়। টুলু মামলায় আসামি আছে কিনা জানা নেই সুলতান সাহেব মাল জব্দ করেন। চিন্ময় আর তিনি এক সময় এক থানায় ছিলেন। চিন্ময় মজনু ডাকাত নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল, তার কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নম্বর সাক্ষী এস, আই খালেকুল বাদশা তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে,বিগত জুলাই ২৫, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এয়ারপোর্ট

থানায় ডিউটি অফিসার হিসেবে দায়িত্বরত থাকাকালে এস, আই, সুলতান আহম্মেদ ও এস, আই মনির তার কক্ষে প্রবেশ করে মামলার আলামত হিসেবে এস, আই, সুলতান আহম্মেদ ২ টি সিম্ফনি ডি-১৬, ডি-৬৩ মোবাইল ফোন জব্দ করে একটি জব্দ তালিকা তৈরি করে তাতে তার স্বাক্ষর নেন। এই সেই জুলাই ২৫, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের জব্দ নামা প্রদর্শনী-২, তাতে তার স্বাক্ষর এই প্রদর্শনী-২/১

জেরায় ৪ নম্বর সাক্ষী বলেন, ফোন দুটি কোথা থেকে কার নিকট থেকে পায় তিনি জানেন না।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নম্বর সাক্ষী এস, আই, মাহবুবুর রহমানকে রাষ্ট্রপক্ষ টেন্ডার করলে আসামিপক্ষ জেরা করাবে না বলে জানায়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নম্বর সাক্ষী কনস্টেবল মোঃ আবদুল মালেক তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এস, আই, সমীরন মন্ডল ও এ, এস, আই, মাহবুব স্যারের সাথে মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযানে ছিলেন।সমীরন স্যার ও মাহবুব স্যার এর বক্তব্যকে তিনি সমর্থন করেন। এ পর্যায়ে এই সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষ টেন্ডার করলে আসামিপক্ষে সাক্ষীকে জেরা করবে না বলে জানায়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭ নম্বর সাক্ষী কনস্টেবল কে, এম, নাছির তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অনুমান ২২:২০ ঘটিকার সময় সুলতান স্যারের সাথে মোবাইল ডিউটি করাকালীন সময় ইনচার্জ গোপন সংবাদের সূত্রধরে তাদের নিয়ে ইনফ্রা পলিটেকনিক্যালের সামনে যায়

এবং হুমায়ুন কবির মোল্লার বাড়ির পার্শ্বে গাড়িতে বসে নিধু মিস্ত্রীকে গ্রেফতার করে ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল নিয়ে এসে তাদের মোবাইল গাড়িতে উঠিয়ে থানায় নেয় এবং এস, আই, সুলতান স্যার এজাহার দায়ের করেন।

আসামি পক্ষের জেরায় ৭ নম্বর সাক্ষী বলেন, এজাহারে ২২:২০ মিনিট লেখা আছে কিনা জানেন না। আসামি নিধু মস্ত্রীর দখল থেকে উদ্ধার হয়। তার সামনে উদ্ধার করে। ২২:২০ ঘটিকার সময় পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নম্বর সাক্ষী এস,আই, সুলতান আহম্মেদ হলেন এই মামলার এজাহারকারী তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে,বিগত জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এয়ারপোর্ট থানায় এস, আই, হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এয়ারপোর্ট থানার সাধারণ ডাইরী নম্বর-৪৪৭ পিসিসি নম্বর ৯১৩ তারিখ জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এয়ারপোর্ট থানায় এস, আই, হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এয়ারপোর্ট থানার সাধারণ ডাইরীনম্বর-৪৪৭, পিসিসি নম্বর-৯১৩, জুলাই ২৪, ২০১৭, খ্রিস্টাব্দ মূলে সংগীয় ফোর্সসহ এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় রাত্রীকালীন মোবাইল-৩২ ডিউটি করাকালে নথুল্লাবাদ বাস স্ট্যান্ডে অবস্থানকালে রাত ২১:৪৫ ঘটিকার সময় থানা থেকে সংবাদ পান যে, কোতোয়ালী মডেল থানার এস, আই, সমীরণ মন্ডল সংগীয় ফোর্সসহ এয়ারপোর্ট থানার ইনফ্রা পলিটেকনিক্যাল কলেজের সামনে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এস, আই, সমীরন মন্ডলের সাথে যৌথভাবে ইনফ্রা পলিটেকনিক্যাল কলেজের উত্তর পার্শ্বে জনৈক হুমায়ুন কবির

মোল্লার তিন তলা বিল্ডিং এর নীচ তলার ফ্ল্যাটের দক্ষিন দিকে পূর্ব পার্শ্বের রুমে আসামি নিধু মিস্ত্রী এর ভাড়া করা বাসায় ২২:৩০ ঘটিকার সময় উপস্থিত হয়ে আসামি নিধু মিস্ত্রীকে পেয়ে উপস্থিত সাক্ষীদের মোকাবেলায় জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে স্বীকার করে যে, তার কাছে ভারতীয় ফেন্সিডিল আছে। একটি খাকী মোটা কাগজের বাক্সে যার গায়ে ইংরেজিতে Hollywood King 21 ZE Filter লেখা ছিল এর মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল সাক্ষীদের মোকাবেলায় বের করে দেওয়া মতে উদ্ধার করে হেফাজতে নেন। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের প্রত্যেকটি বোতল প্লাস্টিকের এবং লেবেল ও কর্কযুক্ত গায়ে ইংরেজীতে ফেন্সিডিল লেখা ছিল। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিল বৈদ্যুতিক আলোতে জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রাত ২২:৪০ ঘটিকার সময় সাক্ষী হুমায়ুন কবির ও ফয়সাল কবিরের সামনে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন। এক বোতল ফেন্সিডিল আলাদা খামে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সীলগালা করে খামের উপর সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন।ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রী ও ফেন্সিডিল সহ থানায় এসে এজাহার দায়ের করেন। এই সেই এজাহার প্রদর্শনী-৩ এজাহারে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩/১। জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৩ জব্দকৃত আলামত ৪৭ বোতল ফেন্সিডিল বস্তু প্রদর্শনী-I সিরিজ পূর্বে চিহ্নিত হয়েছে আদালতে দেখে শনাক্ত করেন।

আসামিপক্ষের জেরায় ৮ নম্বর সাক্ষী বলেন, তিনি আগস্ট ২৯, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এজাহার সংশোধনের দরখাস্ত দিয়েছিলেন। সেই দরখাস্ত সংবাদ পাওয়ার

সময় ২১:৪৫ ঘটিকার এর পরিবর্তে ২১:২৫ ঘটিকা হবে মর্মে উল্লেখ করেন। আদালত তার দরখাস্ত গ্রহন করেছে কিনা বলতে পারেন না। এজাহারে তাকে সংবাদ সহায়তা করার কথা উল্লেখ নেই। এজাহারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তার সাথে রফিকুল ইসলাম, কে, এম, নাসির উভয়ে কনস্টেবল ছিল। তিনি যে মালামাল জব্দ করেন তার জিডি নম্বর ৭৪৭। কনস্টেবল রফিক সাহেবের জব্দ তালিকায় সাক্ষরের নীচে কোন তারিখ দেওয়া হয়নি। জব্দ তালিকায় সাক্ষী ফয়সাল কবির ও হুমায়ুন কবিরের স্বাক্ষরের নীচে দেওয়া তারিখ একই হাতের লেখা। জব্দকৃত মালামালের উপর তার বা সাক্ষীর কোন স্বাক্ষর নেই, দিন তারিখ দেওয়া নেই। ইহা সত্য নয় যে, জব্দ তালিকা তার হাতের লেখা নয় এজাহারের সাথে জিডির কপি বা তদন্তকারীর কর্মকর্তার নিকট দাখিল করেননি। ইহা সত্য নয় যে, তার কাছে ঘরের মালিক ঘরের ভাড়াটিয়া টুলুর কথা বলে। ইহা সত্য নয় যে, মালিকের ছেলে ফয়সাল টুলু নামের লোক ঐ বাড়িতে আসা যাওয়ার কথা বলে। ইহা সত্য নয় যে, টুলুর গাড়ির হেলপারের কাছ থেকে মালামাল উদ্ধার হয়। ইহা সত্য নয় যে, নিধু ঘরের ভাড়াটিয়া না বা সে ঐ ঘরে থাকে না। তারা গণ্যমান্য কোন ব্যক্তিকে ডাকেননি, তবে স্থানীয় লোক ছিল। বাড়ির মালিক এসে ডাক দিলে ঘর খুলে দেয়। ঘরে তিনি সমীরণ বাড়ির মালিক ঢোকেন। ঘরে কয়টা খাট ছিল স্মরন নেই। ঘরে আসামি নিধু মিস্ত্রী একাই ছিল। নিধু মিস্ত্রীর কোন কাগজপত্র আসবাবপত্র তিনি

জব্দ করেননি। চিন্ময় ভালো পুলিশ অফিসার। ডিপার্টমেন্টের সাথে বিরোধ থাকায় এই মামলা সৃজন করেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নম্বর সাক্ষী কনস্টেবল মোঃ রফিকুল ইসলাম তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এস, আই, সুলতান আহম্মেদের সাথে মোবাইল ডিউটি করাকালে গোপন সংবাদ পেয়ে ইছাকাঠী ইনফ্রা পলিটেকনিক্যালের উত্তর পার্শ্বে জনৈক কবির মোল্লার তিন তলা বিল্ডিংয়ের নীচ তলায় এস, আই, সমীরন মন্ডল ফোন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যাওয়ার পর অফিসার ফোনসহ নীচ তলায় প্রবেশ করে একজন লোক দেখতে পান, তার নাম নিধু মিস্ত্রী। জিজ্ঞাসা করেন আপনার রুমে মাদক আছে। প্রথম অস্বীকার করে, পরে বলে মাদক আছে। তল্লাশী করে সিগারেটের কাগজে ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন। সেখানে ২২:৪০ ঘটিকায় জব্দ তালিকা করে তার স্বাক্ষর নেয়। এই সেই জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৪।

আসামিপক্ষের জেরায় ৯ নম্বর সাক্ষী বলেন, ইহা সত্য নয় যে, তার বক্তব্য এজাহারে লেখা নেই। মালামাল উদ্ধারের জিডি নম্বর ৭৪৭/১৬ জব্দ তালিকায় তার দেওয়া স্বাক্ষরের নিচে তারিখ দেওয়া নেই, তবে স্বাক্ষর তিনি করেন। জব্দকৃত মালামালে কোন তারিখ বা সময় দেওয়া নেই। মালিক টুকু ঘর ভাড়া দেওয়ার কথা বলেননি।

রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নম্বর সাক্ষী এ, এস, আই, প্রশান্ত কুমার তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত জুলাই ২৫, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এয়ারপোর্ট থানায়

কর্মরত থাকাকালে এস, আই, মনিরুল ইসলাম আসামি নিধু মিস্ত্রীর কাছ থেকে একটি স্যাম্ফোনী-বি-১৬ মডেলের ও ডি-৬৩ মডেলের একটি মোট দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করেন। জব্দ তালিকা তার সামনে হয়। এই সেই জব্দ তালিকা এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/৩। জব্দকৃত আলামত দুটি মোবাইল বস্তুপ্রদর্শনী-I সিরিজ।

আসামিপক্ষের জেরায় ১০ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, মোবাইল আসামির নিকট থেকে পাওয়া যায়। তিনি থানা থেকে দেখেন। এজাহারকারী সুলতান মোবাইল এনে দেয়। আসামি মোবাইল ব্যবহার করে কিনা জানেন না।

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নম্বর সাক্ষী এস, আই, মোঃ মনিরুল ইসলাম তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে,তিনি এয়ারপোর্ট থানায় কর্মরত থাকাকালে জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ও, সি, অত্র মামলার তদন্তভার তার উপর অর্পন করলে তিনি তদন্তভার গ্রহন করে আসামিকে গ্রেফতার করে আসামির দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করান। ঘটনাস্হল পরিদর্শন করে খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র পৃথক পৃথকভাবে অংকন করেন। আসামির দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করেন। কর্তৃপক্ষের আদেশের কারনে মামলার ডকেট জানুয়ারি ০২, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হস্তান্তর করেন। জব্দকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন। আসামির নাম ঠিকানা যাচায়ের জন্য ই, এস, প্রেরণ করেন। খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-৪, তাতে তার স্বাক্ষর

প্রদর্শনী-৪/১, মানচিত্র প্রদর্শনী-৫, তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫/১, জব্দ তালিকায় থাকা তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২।

আসামিপক্ষের জেরায় ১১ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তদন্তভার গ্রহন করেন। এজাহাকারীর সাথে ২/৩ বার দেখা হয়েছে, এজাহারকারী একবার ঘটনাস্থলে যান। তিনি মামলার এজাহার, জব্দ তালিকা ও ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করেন। মামলার এজাহারকারী সমীরণ মন্ডল জি, আর, ৩৭২/২০১৬ কোতোয়ালী মামলার এজাহারকারী। জব্দ তালিকার স্বাক্ষীর স্বাক্ষরের নীচে জুলাই ২৪, ২০১৬ একই ব্যক্তির হাতের লেখা কিনা জানেন না। আসামি নিধুকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। নিধু ভাড়াটিয়া এই মর্মে কোন প্রমানপত্র পাননি। সূচীপত্রে খ খালেকের দ্বিতল বিল্ডিং, তাকে মামলায় সাক্ষী করেননি। মোবাইল এজাহারকারীর নিকট থেকে পেয়ে জব্দ করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ১২ নম্বর সাক্ষী পুলিশ পরিদর্শক মোঃ রেজাউল ইসলাম তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি দ্বিতীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা। বিগত আগস্ট ০৮, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র সঠিক থাকায় পূর্বের আই, ও, এর সাথে একমত পোষন করে পুনরায় অংকন থেকে বিরত থাকেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধরায় জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আসামি নিধু মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আসামি রুবেলকে অত্র মমলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে

জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আসামি রুবেলের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষীদের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। আসামিদের নাম ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য ই,এস, প্রেরণ করেন এবং রিপোর্ট পেয়ে পর্যালোচনা করেন। আসামি নিধু মিস্ত্রীসহ আসামি চিন্ময় মিস্ত্রীর সিডি আর সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করেন। আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী কর্তৃক আসামি নিধু মিস্ত্রীকে প্রেরিত-০১৭৩৪৭০৪৭১৪ নম্বরের মেসেজখানা যাচাই করেন। মেসেজে বেনাপোল রানাকে এক লক্ষ টাকা এস, এ পরিবহনের মাধ্যমে পাঠানোর উল্লেখ করে। এস, এ, পরিবহনে টাকা পাঠানোর সত্যতা পাওয়ায় টাকা প্রেরনের স্লিপ জব্দ করেন। আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট ডিখুঅ ৪২৩৯/১৬, আগস্ট ২২, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত হয়। রিপোর্টে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রেরীত নমুনা কোডিন মর্মে উল্লেখ করেন। মামলাটি সঠিকভাবে তদন্তে আসামি নিধু মিস্ত্রী, চিন্ময় মিস্ত্রী, মোঃ বেল্লাল গাজী, রুবেল হোসেন বেপারী ও কামাল হোসেন হাওলাদার ওরফে মাইজ্জ্যা কামালের বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানার অভিযোগপত্র নম্বর-১৩৬, সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে দাখিল করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদর্শনী-৬।

আসামি নিধু ও চিন্ময় মিস্ত্রীপক্ষের জেরায় ১২ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, আসামি নিধু এবং চিন্ময় এর পিসি/পি আর নীল লেখা আছে। তিনি এজাহারের বাইরে আসামি ফয়সাল, হুমায়ুন কবির বাদে বাকী সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন। তিনি তিনবার ঘটনাস্থলে যান, তিনি সমীরণকে সাক্ষী মান্য করেন।

সমীরন কর্তৃক দায়েরকৃত জি, আর, ৩৭৩ কোতোয়ালী মামলার এজাহার দেখেছেন। এজাহার তার কাছে নেই। মামলার এজাহারকারী ৪৪৭ নম্বর জিডি মূলে বের হয়। জব্দ তালিকায় ৭৪৭ জিডি মূলে লেখা আছে। জব্দ তালিকায় সাক্ষীর স্বাক্ষরের নীচে তারিখ একই হাতের লেখা। পুলিশের সাক্ষীর স্বাক্ষরের নীচে তারিখ নেই। তিনি এজাহার সংশোধনের কোন আদেশ পাননি। তদন্তের সময় এজাহাকারী কোন জিডির কপি সরবরাহ করেননি। সাক্ষী হুমায়ুন কবির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দিতে বাসা টুকু ভাড়া নিয়েছিল মর্মে বলে। অসামি নিধুকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করেছেন।

বিগত সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলকারী কর্মকর্তা আদালত কর্তৃক রিকলের জবানবন্দিতে সাক্ষী বলেন, এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী মোবাইল মেসেজ পাঠিয়েছিল। আসামি নিধু মিস্ত্রীকে যে, ০১৭৩৪-৭০৪৭১৪ বেনাপোল রানা একলক্ষ টাকা পাঠিয়ে দে, এস, এ, পরিবহনে এ সংক্রান্ত এস, এ, পরিবহনের টাকা পাঠানোর মেমোর ফটোকপি জব্দ করেন, সেই ফটোকপি দাখিল করেন। আসামি নিধু মিস্ত্রী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আসামি রুবেল ও স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। আসামি নিধু মিস্ত্রী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আসামি রুবেল ও স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। আসামি নিধু মিস্ত্রীর সাথে আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী, আসামি বেল্লাল, মাইজ্জা কামাল, রাশেদ এর কথাবার্তা হয়েছে-সে বিষয়ে মোবাইল কল লিস্ট এর সিডি

আর ১১ পৃষ্টা সংগ্রহ করেন। এস, এম, এস, কন্টেন্ট ০৯ পাতা সংগ্রহ করেন, সেই সিডিআর সমূহ দাখিল করেন।

আসামিপক্ষের জেরার সাক্ষী বলেন যে, আসামিদের কথোপকথোন এর কোন রেকর্ড জব্দ করেননি।সিডিআর সিআইডি ল্যাবে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সকল ডকুমেন্ট বিবেচনা করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আসামি নিধু মিস্ত্রী তার স্বীকারোক্তিতে টাকা প্রদানের বিষয়ে কোন স্বীকারোক্তি দেয়নি। একটি ভাউচার জব্দ করেছেন, সেই ভাউচারে টাকা প্রেরণ করেছে লিটু নামে একজন। তদন্তকালীন সময়ে তিনি চিন্ময়ের মোবাইল জব্দ করেননি। তার জানা নেই যে, আসামি চিন্ময় মজনু নামে একজন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে অস্ত্রসহ ধরে। তার জানা নেই যে, ধৃত মামলার স্বীকার করে এস, আই, সমীরণ, এস, আই দেলোয়ার অস্ত্র সরবরাহ করেছে। ০১৮২৭-৯০৫৭৩২ এ নম্বরটি নিধু বা চিন্ময় এর নহে। লিটু নামে যে মোবাইল নম্বর দেওয়া সেই লিটুকে তিনি সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্হাপনের জন্য অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেননি। তিনি নিধুর জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করার সময় এই সব টাকা লেনদেন বা মোবাইল নম্বর বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করেননি। তিনি আলামত ফেন্সিডিল ব্যতীত আর কোন কিছুই যেমন মোবাইল, সীম, সিডিআর, এসএমএস এর কোন কিছু পরীক্ষার নিমিত্তে সিআইডি-তে প্রেরণ করেননি সিডিআর সংগ্রহ করার পর সেটিতে তার বা সবরাহকারীর কোন স্বাক্ষর নেই। মামলার বাদী এস, আই, সুলতান এজাহার সংশোধনের দরখাস্ত দেন। সময়

সংশোধনের প্রার্থনা দেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেনট ভুল সংশোধনের কোন আদেশ দেয়নি।

রাষ্ট্রপক্ষের ১৩ নম্বর সাক্ষী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বিগত জুলাই ২৫, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল মেট্রোপলিটন আদালতে কর্মরত থাকাকালে আসামি নিধু মিস্ত্রীর জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করেন। এই সেই দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-৬, তাতে থাকা তাঁর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/১ সিরিজ।

আসামিপক্ষের জেরায় ১৩ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, ফরম নম্বর-এম-৮৪ ক্রিমিনাল রুলস এন্ড অর্ডারে হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-৫৫। ৩ নম্বর কলামে পিয়ন বা কারো স্বাক্ষর নেই। ১০ নম্বর কলাম খালি। হুমায়ুন কবির জানবন্দিকালে তার বাসা টুলু ভাড়া নেয় মর্মে উল্লেখ করে। ফয়সাল জবানবন্দিতে টুলুর গাড়ীর হেলপারের কাছ থেকে ফেন্সিডিল পাওয়া যায় মর্মে উল্লেখ করে। এও বলে টুলু নামের একটি লোক তাদের বাসার নীচতলা ভাড়া নেয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ১৪ নম্বর সাক্ষী জনাব অমিত কুমার দে তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি আগস্ট ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে থাকাকালে আসামি মোঃ রুবেলকে ইন্সপেক্টর মোঃ রেজাউল ইসলাম তার সম্মুখে উপস্থাপন করলে তিনি তাকে আইন মোতাবেক প্রাপ্য সময় দিয়ে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য বিষয়ে বুঝিয়ে দিলে

সে তার সম্মুখে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রাদন করে। আসামি স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নির্ধারিত ফরম না থাকায় সরবরাহকৃত এম-৮৪ ও অতিরিক্ত ০১ফর্দ সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। মেমোরেন্ডাম প্রদান করে তিনি নিজে স্বাক্ষর করেন। এই সেই স্বীকারোরিক্তমূলক জবানবন্দি ফরমে তিনি দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তিনি ৭ টি স্বাক্ষর করেন। এই সেই স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭ সিরিজ। জবানবন্দিতে আসামির ও ৩ টি স্বাক্ষর করেন।

আসামি-চিন্ময়, নিধু ও কামাল এর পক্ষে জেরায় ১৩ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, তার সম্মুখে আসামিকে আগস্ট ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হাজির করা হয়। আসামিকে কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশনে নেওয়া হয় জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে জবানবন্দিতে চিন্ময়ের কোন নাম নেই। নির্ধারিত ফরম না থাকায় এম-৮৪ তে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয় আাসমিকে দুপুর ১:৩০ ঘটিকায় তার নিকট হাজির করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এজাহারকারী এস, আই, মোঃ সুলতান আহম্মদ এজাহরে অভিযোগ করেন যে, বিগত জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানাধীন ইছাকাঠী সাকিনস্থ ইনফ্রা পলিটেকনিক্যাল কলেজের সামনে উত্তর পার্শ্বে জনৈক হুমায়ুন কবির মোল্লার তিনতলা বিল্ডিং এর নীচ তলার ফ্ল্যাটের দক্ষিন দিকের পূর্ব পার্শ্বের রূমে আসামি নিধু মিস্ত্রীর ভাড়া করা বাসার ভিতর অবৈধ্য মাদকযুক্ত ৪৮ বোতল

ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়। এজাহারে আরো অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্ত আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী অভিযুক্ত আসামি জনৈক বেল্লাল গাজী যশোরের বেনাপোল থেকে ঈদের ৭/৮ দিন আগে এক ট্রাক চালকের মাধ্যমে ১০/১৫টি বস্তায় বালুর মধ্যে নিয়ে ৩০০(তিনশত) বোতল ফেন্সিডিল রাত অনুমান ০২:০০ ঘটিকার সময় তার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে নিয়ে আসে এবং আসামি নিধু ও আসামি বেল্লালের ভাই রুবেল উক্ত ফেন্সিডিল ভাড়া বাসার নীচ তলায় একটি রুমে রাখে এবং আসামি রুবেল প্রতিদিন পায়ে হেঁটে অথবা অটো রিক্সাযোগে ব্যাগে ভর্তি করে বরিশাল শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে পাইকারী বিক্রি করতে থাকে এবং বিক্রি লব্ধ টাকা এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী ও বেল্লালের দ্বারা বিকাশ নম্বরে পাঠিয়ে দেয় এবং সর্বশেষ ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল বিক্রয়ের জন্য আসামি নিধুর দখলে ছিল এবং এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী ও বেল্লাল নিধুকে মাসে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বেতন দিতো।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, বিএমপি, গোয়েন্দা শাখার পুলিশ পরিদর্শক মোঃ রেজাউল ইসলাম তদন্ত অন্তে আসামি নিধু মিস্ত্রী, চিন্ময় মিস্ত্রী, মোঃ বেল্লাল গাজী, রুবেল হোসেন বেপারী, কামাল হোসেন ওরফে মাইজ্জ্যা কামাল এই ৫(পাঁচ) জনকে অভিযুক্ত করে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) এর টেবিল বর্নিত ৩(খ)/২৫ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী তথা এজাহারকারী এস, আই, মোঃ সুলতান আহম্মেদ প্রদত্ত সাক্ষ্যে নিজেই বলেন-উক্ত ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল জব্দ

তালিকামূলে জব্দ করেন এবং উক্ত জব্দ তালিকায় ঘটনাস্থলের বিল্ডিং এর মালিক মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, তার ছেলে মোঃ ফয়সাল কবির মোল্লা ও আরেকজন সংগীয় কনস্টেবল সাক্ষী হিসেবে জব্দ তালিকায় উল্লেখ করেন। এছাড়া সংগীয় এস, আই, মোঃ মনিরুল ইসলাম দু' স্যামফোনি মোবাইল সেট যাহার একটিতে ০১৮২৭-৯০৫৩৩২ এবং ০১৭২১-৫৩৮২১৯ এবং আরেকটি ০১৭৬১-৭৩৯৮২৫ নম্বরের সীম রয়েছে-আরেকটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যাতে এস, এ, পরিবহনে টাকা পাঠানোর মেমোর একটি ফটোকপি জব্দ হয়েছে। যদিও উক্তরূপ জব্দ তলিকা আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে বিধি মোতাবেক উপস্থাপন করা হয়নি।

তদন্তকালে ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামি নিধু মিস্ত্রীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সমর্থনে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আরেকজন আসামি মোঃ রুবেল গাজী সেও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তার কৃত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সমর্থনেও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। মামলার তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ০২ (দু') জন সাক্ষীর জবানবন্দি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে উক্ত ০২ (দু') জন সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষ যথাক্রমে ১ ও ২ সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করেন। ১ নম্বর সাক্ষী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা ঘটনাস্থল বাড়ির মালিক। তিনি জবানবন্দিতে ঘটনার তারিখ রাত্র অনুমান ১০:৩০ ঘটিকায় একজন পুলিশ তাকে ডেকে নীচ তলায় নেন এবং নীচে গিয়ে ফেন্সিডিলের বোতল দেখেন। আসামি নিধু মিস্ত্রী

সেই সময় পুলিশের নিকট আটক ছিল মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন। জেরায় আসামি নিধু মিস্ত্রী তার নীচ তলায় ভাড়াটিয়া এবং তিন মাস যাবাৎ সে ভাড়া দেয় মর্মে উল্লেখ করেন। ২ নম্বর সাক্ষী ১ নম্বর সাক্ষীর ছেলে মোঃ ফয়সাল কবির মোল্লা ঘটনা জুলাই ২৪, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রাত্র অনুমান ১০:৩০-১০:৪৫ ঘটিকার সময় তাদের বসতবাড়ির নীচ তলায় ঘটনার কথা জবানবন্দিতে স্বীকার করেন এবং পুলিশে ডাকে তিনি ও তার পিতা নীচে নামেন। নীচ তলায় ভাড়াটিয়া নিধু মিস্ত্রী ও আরেকজন অপরিচিত লোককে পুলিশ ফেন্সিডিল সহ আটক করে রেখেছে দেখেন এবং জব্দ তালিকায় তিনি ও তার বাবা স্বাক্ষর করেন মর্মে জবানবন্দি প্রদান করেন।

অভিযোগে অংশগ্রহনকারী এস, আই, সমীরণ মন্ডল ৩ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এস, আই, মোঃ খালেকুল বাদশা ৪ নম্বর সাক্ষী হিসেবে, এস, আই, মাহাবুবুর রহমান-৫ নম্বর সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষ টেন্ডার করেন। সংগীয় কনস্টেবল মোঃ আবদুল মালেক ৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে, কনস্টেবল কে, এম, নাসির ৭ নম্বর সাক্ষী হিসেবে এবং এজাহারকারী এস, আই, মোঃ সুলতান আহম্মদ ৮ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এছাড়া কনস্টেবল মোঃ রফিকুল ইসলাম ৯ নম্বর সাক্ষী হিসেবে এ, এস, আই প্রশান্ত কুমার ১০ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আই, মোঃ মনিরুল ইসলাম ১১ নম্বর সাক্ষী হিসেবে এবং সর্বশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মোঃ রেজাউল ইসলাম ১২ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান

করেন। তাছাড়া বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মিঃ অমিত কুমার দে যথাক্রমে ১৩ নম্বর ও ১৪ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

জব্দ তালিকার স্থানীয় সাক্ষী ১ ও ২ নম্বর সাক্ষী মামলার ঘটনাস্থল আসামি নিধু মিস্ত্রীর ভাড়াটিয়া ঘর থেকে আটককৃত ফেন্সিডিল উদ্ধার ও জব্দ হওয়াকে সমর্থন করেছে। নিধু মিস্ত্রীর আদালতে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি কোনরূপ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে আদায় করা হয়েছে তা স্বীকারোক্তি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের জেরা ও জবানবন্দি থেকে উদঘাটিত হয়নি। এজহারকারীর, সংগীয় ফোর্স এবং জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী প্রত্যেকের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামি নিধু মিস্ত্রীর দখল ও নিয়ন্ত্রনে থাকা অবস্থায় ঘটনার সময়ে ও স্থানে অবৈধ মাদকযুক্ত ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার ও জব্দ হওয়া সমর্থন করেছে। একই সাথে আসামি নিধু মিস্ত্রী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বর্নিত ফেন্সিডিল প্রাপ্তির উৎস হিসেবে নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশের এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী তাকে মাদক ব্যবসার কাজ দিয়েছে এবং অপর আরেকজন আসামি বেল্লালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মর্মে অভিযোগ করেছে। সেই সাথে এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রী এবং আসামি বেল্লাল তাকে ঘটনাস্থলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং ঘটনাস্থলের ঐ বাসা থেকেই ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়েছে মর্মে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে।

রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের মধ্যে দ্বিতীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ

পরিদর্শক মোঃ রেজাউল ইসলাম আসামি নিধু মিস্ত্রী এবং আসমি চিন্ময় মিস্ত্রীর সিডিআর সংগ্রহ করে পর্যালোচনান্তে আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী কর্তৃক নিধু মিস্ত্রীকে মেসেজে এস, এ, পরিবহনের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর স্লিপ এর ফটোকপি সংগ্রহ করার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। জব্দকৃত আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্টও তিনি সংগ্রহ করেন মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আদালতের রিকল জবানবন্দি গ্রহনের নির্দেশমতে সর্বশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্যদানকালে হাতে-নাতে ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রী এবং এস, আই, চিন্ময় মিস্ত্রীর মোবাইল কল-লিস্টের সিডি আর-১১ পৃষ্ঠা, এস, এম, এস, কন্টেন্ট ০৯ পৃষ্ঠা আদালতে দাখিল করেন। উক্ত সিডিআর-এ বর্নিতমতে ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রীর ০১৭২১-৫৮৩২১৯ এই নম্বরের সাথে আসামি চিন্ময় মিস্ত্রীর ব্যবহৃত ০১৭১৪-৭৯৫৩২০ এর ঘটনার পূর্বের প্রায় ০৩ মাসের কথোপকথোন ও এস, এম,এস, কন্টেন্ট এর রেকর্ড আদালতে দাখিল করেছেন। যাতে দেখা যায়, অভিযুক্ত ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রী এবং চিন্ময় মিস্ত্রী এর মধ্যে অসংখ্য বার যোগাযোগের নিদর্শন রয়েছে এবং উল্লেখিত নাম্বারদ্বয় বর্নিত আসামিদের সে মর্মে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নিকট থেকে সংগৃহীত কাগজাদি সিডিআর এর সাথে রয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে ধৃত আসামি নিধু মিস্ত্রীর সাথে অপর আসামি চিন্ময় মিস্ত্রীর মোবাইল যোগাযোগ সন্দেহযুক্ত এবং ঘটনার পূর্বে অসংখ্যবার উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ আসামি নিধু মিস্ত্রীকে আসামি চিন্ময় মিস্ত্রী কর্তৃক ফেন্সিডিল সরবরাহে ও বিক্রয়ে সহযোগিতা

ও যড়যন্ত্র করার সত্যকে নির্দেশ করে। দাখিলী অভিযোগপত্রে আসামি নিধু মিস্ত্রী এবং চিন্ময় মিস্ত্রী উভয়ের সাকিন-থানা ও জেলা একই এবং উভয়ে পূর্ব পরিচিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। আসামি নিধু মিস্ত্রী স্বীকারোক্তিতেও আসামি চিন্ময় মিস্ত্রীকে চেনেন বলে উল্লেখ করেছেন। আসামিপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করে অথবা সাফাই সাক্ষ্য প্রদান পূর্বক আসামি নিধু মিস্ত্রী আাসমি চিন্ময় মিস্ত্রীর এস, আই, হিসেবে চাকুরী করাকালে কোনরূপ সোর্স হিসেবে চাকুরী করেছে তাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া নথিতে অপর আসামি মোঃ রুবেল বেপারীরও দোষস্বীকারোক্তি রয়েছে। উক্ত আসামির স্বীকারোক্তিতে এই মামলার আসামি নিধু মিস্ত্রীর সাথে ফেন্সিডিল ব্যবসা করে বেড়াত মর্মে সে স্বীকার করেছে। যা আসামি নিধু মিস্ত্রীর প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামি নিধু মিস্ত্রী আসামি রুবেল ফেন্সিডিলগুলো বিক্রি করতো মর্মে তার দোষস্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছে।

এজাহার, জব্দ তালিকা, অভিযোগপত্র পর্যালোচনায় এবং রাষ্ট্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ন সাক্ষীদের মধ্যে ১ নম্বর সাক্ষী হুমায়ুন কবির, ২ নম্বর সাক্ষী মোঃ ফয়সাল, ৩ নম্বর সাক্ষী এস, আই, সমীরন, ১১ নম্বর সাক্ষী এস, আই, মোঃ মনিরুল ইসলাম, ১২ নম্বর সাক্ষী এস, আই মোঃ রেজাউল ইসলাম এবং ১৪ নম্বর সাক্ষী মিঃ অমিত কুমার দে সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনায় রাষ্ট্রপক্ষের মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত এবং আসামি নিধু মিস্ত্রী এবং আসামি মোঃ রুবেলের স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে জবানবন্দির আলোকে আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রী এবং আসামি আপিলকারী চিন্ময় মিস্ত্রীর সাজা

বহাল রাখার যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান থাকায় আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রী এবং আসামি আপিলকারী চিন্ময় মিস্ত্রী খালাস পেতে পারে না বরং তাদের বিরুদ্ধে সাজা বহাল আইনানুগ এবং যথাযথ।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ তাঁর রায়ের পর্যালোচনায় বলেন যে, জব্দকৃত আলামত ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল অবৈধ মাদক (কোডিনযুক্ত) তা' রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছে। নথিতে রক্ষিত উক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনায় -১০০ মিঃলিঃ ফেন্সিডিল বোতলে কতটুকু বা কি পরিমান অপিয়াম অদ্ভূত কোডিন পাওয়া গেছে সে মর্মে কোনরূপ পরিমানের বর্ননা নেই। ফলে ৪৮ বোতল ফেন্সিডিলে ৪৮×১০০=৪৮০০ মিঃলিঃ এ অবৈধ মাদক তথা কোডিন কতটুকু আছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৯০ সনের ১৯(১) এর টেবিল বর্নিত ৩(খ) ধারা অনুযায়ী মাদকের পরিমান ২ কেজি এর উর্দ্ধে হওয়া সংক্রান্তে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হলেও সংশ্লিষ্ট অপরাধটি উক্ত ধারার টেবিল ৩(ক) অনুযায়ী বিচারযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে *Akram Hossain (Md.) Vs. The State, 17 MLR(AD) 2012, page no. 399-400* এ মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ১১৬ বোতল ফেন্সিডিল এর ক্ষেত্রে ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন এর ১৯(১) এর টেবিল বর্নিত ৩(ক) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশাল রাষ্ট্রপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য সহ আসামি রুবেল, আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রির ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির আলোকে প্রাসঙ্গিক কাগজাদি উভয়পক্ষের আইনজীবীদের প্রদত্ত বক্তব্য এবং নিধু মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন এর ১৯(১) এর টেবিল বর্ণিত ৩(ক) ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হয়ায় তাকে বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩(তিন) বছরের কারাদন্ড এবং ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরো ০২(দু') মাসের কারাদন্ড এবং চিন্ময় মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন এর ২৫ ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরারধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৫(পাঁচ) বছরের কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরো ০৬(ছয়) মাসের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

আমি তর্কিত রায় ও আদেশ সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য এজাহার,অভিযোগপত্র, অভিযোগ, জব্দ তালিকা সহ আসামি রুবেল, আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রির

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলাম এবং

আলোচনার ভিত্তিতে আমার অভিমত রাষ্ট্রপক্ষ সফলভাবে সকল যুক্তিসংগত সন্দেহের ঊর্ধ্বে আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষ উপস্থাপিত সাক্ষ্য দ্বারা আসামি আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশাল দায়রা মামলা নম্বর ৭০৭/২০১৭ এ বিগত অক্টোবর ২১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক কার্তিক ০৫, ১৪২৬ বঙ্গাব্দে সঠিকভাবে আসামি আপিলকারী নিধু মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন এর ১৯(১) টেবিল বর্ণিত ৩(ক) অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরাধের দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩(তিন) বছরের কারাদণ্ড এবং ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০২(দু') মাসের কারাদণ্ড এবং আসামি আপিলকারী চিন্ময় মিস্ত্রী এর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন এর ২৫ ধারা অনুযায়ী আনিত অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় তাকে বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৫(পাঁচ) বছরের কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০৬(ছয়) মাসের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন।

আমি তর্কিত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপের আইন সংগত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। আপিলের কোন যোগ্যতা (Merit) নেই।

অতএব, ফলাফল;

আপিলকারীদ্বয়ের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১২১৫২/২০১৯ নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশাল অক্টোবর ২১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক কার্ত্তিক ০৫, ১৪২৬ বঙ্গাব্দে দায়রা মামলা নম্বর ৭০৭/২০১৭ এ প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখা হলো।

আপিলকারীদ্বয়কে আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, বরিশালে অবশিষ্ট সাজা ভোগ করার জন্য আত্মসমর্পন করার জন্য আদেশ দেওয়া হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে অতিসত্বর পাঠানো হউক।